সংবাদ

তারিখ 11 JUL 2013
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

আনাচে-কানাচে ৭৭ কিনডার গার্টেন হাতানো হচ্ছে মোটা অঙ্কের টাকা

আশিকুর রহমান হান্নান, রূপগঞ্জ

রূপগঞ্জ উপজেলার আনাচে-কানাচে গড়ে উঠেছে ৭৭টি কিন্ডার গার্টেন স্কুল। এসব প্রতিষ্ঠানের কোমলমতি শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা তাদের ওপর স্কুল কর্তৃপক্ষের নানা কৌশলে চাপিয়ে দেয়া তথাকথিত নিয়মনীতিতে ন্যুব্জ হয়ে পড়ছে। এক শ্রেণীর মুনাফালোভী ব্যক্তি স্বঘোষিত অধ্যক্ষ বা প্রিন্সিপাল সেজে কিন্ডার গার্টেনের নামে এসব প্রতিষ্ঠান খুলে হাতিয়ে নিচ্ছেন লাখ লাখ টাকা।

বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, রূপগঞ্জ উপজেলার অলিতে গলিতে কোমলমতি শিশুদের শিক্ষা দেয়ার কথা বলে গড়ে তোলা হয়েছে কিন্ডার গার্টেন নামের ৭৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এক শ্রেণীর শিক্ষিত বেকার ও অর্ধ-শিক্ষিত যুবক স্বল্প বিনিয়োগে অধিক লাভের জন্য এসব প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। শিক্ষার কথা বললেও মূলত তারা এগুলোকে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছেন। এসব প্রতিষ্ঠানে সরকারি কোন নিয়ম-নীতি মানা হয় না। নেই কোন স্কুল পরিচালনা পরিষদ। যে কোন স্থানে একটি বাড়ি বা ঘর ভাড়া নিয়ে সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে চলছে এসব স্কুল নামে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান।

এসব কিন্ডার গার্টেন স্কুলে শিক্ষিত বেকার বা অধ্যয়নরত অপেক্ষাকৃত পড়ুয়া মেয়েদের নামমাত্র বেতনে নিয়োগ দিয়ে কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেয়া হয়। প্রথম দিকে রূপগঞ্জ হাতে গোনা কয়েকটি কিন্ডার গার্টেন গড়ে উঠলেও বর্তমানে গ্রামগঞ্জের আনাচে-কানাচে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে এসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। বেশিরভাগ কিন্ডার গার্টেন স্কুলের মালিক নিজেই অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। তার ইচ্ছানুযায়ী নির্ধারণ করেন ভর্তি ফি ও মাসিক বেতন। অধিকাংশ স্কুলেই প্লে থেকে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত শিশুদের পড়ানো হয়। প্লে ক্লাসে একজন শিশুর ভর্তি ফি ৫০০ টাকা থেকে শুরু করে ২ হাজার টাকা পর্যন্ত এবং প্রতি মাসে মাসিক বেতন ৩০০ টাকা থেকে ৮০০ টাকা ধরা হয়েছে। আবার অনেক কিন্ডার গার্টেন মালিক অধিক লাভের জন্য ডাবল শিফট চালু করেছে। ফলে একই খরচে লাভের পরিমাণ দাঁড়ায় দ্বিগুণে। প্রতি শিফটে ক্লাস হয় আড়াই ঘণ্টা করে।

অনেকে আবার অধিক লাভ পেয়ে বিভিন্ন নামে ৩-৪টি কিন্ডার গার্টেন স্কুল খুলেছেন। এসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তির পর কোমলমতি শিক্ষার্থীদের পোশাক, সোয়েটার, টাই, জুতা, খাতা, কলম, বই কিনতে হয় নিজ নিজ স্কুলের নির্দিষ্ট করা দোকান থেকে। পরে ওই দোকান থেকে একটি মোটা অঙ্কের টাকা কমিশন হিসেবে দেয়া হয় স্কুল মালিক বা অধ্যক্ষকে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কিন্ডার গার্টেনের মালিক নিজেই এসব উপকরণ তৈরি করে তা অধিক দামে বিক্রি করেন শিক্ষার্থীদের কাছে।

ভুলতা ইকরা কিন্ডার গার্টেন স্কুলের এক ছাত্রের অভিভাবক নাম প্রকাশ না করার শর্তে অভিযোগ করে বলেন, 'এ যেন মগের মুল্লুক। গলা কেটে ফি নিয়ে ইচ্ছামতো চালানো হচ্ছে এসব প্রতিষ্ঠান। কোন অভিভাবক কোন বিষয়ে অভিযোগ করলেই তার ছেলেমেয়েকে রাখা হয় কড়া নজরদারিতে। এজন্য বাচ্চাদের কথা ভেবে ভয়ে নীরবে অনেকেই অভিযোগ জানান না। জানালেও কোন লাভ হয় না।'

গাউছিয়া এলাকার প্রতিভা-কিন্ডার গার্টেন স্কুলের এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক জানান, 'সড়ক ও জনপথ বিভাগের জমিতে স্কুল স্থাপন করে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ উপজেলা শিক্ষা অফিসে স্কুলের পাশের বাসা বাড়িকে (পাকা বিল্ডিং) প্রতিভা কিন্ডার গার্টেন স্কুল দেখানো হয়েছে। এ স্কুলেও প্রতিবছর পিকনিকের নামে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ৫০০ টাকা করে চাঁদা আদায় করা হয়। মান-সম্মানের দিক চিন্তা করে নীরবে টাকা পরিশোধ করতে হয়। এ স্কুলে যেসব শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে তাদের বেতন ধরা হয়েছে ৫০০ টাকা থেকে ১৫০০ টাকা। আবার অনেক স্কুলে শিক্ষকদের বেতনের কথা বাইরে বলাও নিষেধ আছে।'

কিন্ডার গার্টেনের বেতন নিয়ে কথা বলতেই এক ছাত্রের মা রীতা আক্তার জানান, 'স্কুল-কলেজ, মেডিকেলের ছাত্রছাত্রীদের মাসিক বেতন ৪০-৫০ টাকা, অনার্স ও মাস্টার্সের বেতন যেখানে ৬০-৭০ টাকা, সেখানে প্লে বা নার্সারির মতো ক্লাসের শিক্ষার্থীদের বেতন ৩০০ টাকা থেকে ৮০০ টাকা হয় কীভাবে? তাছাড়া বিভিন্ন খাতের কথা বলেও অতিরিক্ত টাকা আদায় করা হয়। কেন এবং কি জন্য এত বেতন? সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কাছে কি এদের জবাবদিহিতা নেই?' তিনি আরও জানান, অনেক অভিভাবক ছেলেমেয়েদের অধিক টাকায় ভর্তি ও বেশি বেতনের স্কুলে ভর্তি করানো সামাজিক মর্যাদার ব্যাপার বলে মনে করে থাকেন।

ভুলতা উচ্চ বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক জানান, 'শুধু প্রকাশনী সংস্থার কাছ থেকে মোটা অঙ্কের কমিশনের জন্যই বাচ্চাদের ওপর জটিল জটিল বই নির্ধারণ করা হয়। বয়স-অনুপাতে জটিল বই পড়ে শিশুরা মানসিকভাবে ঝিমিয়ে পড়ে। ফলে তাদের লেখাপড়া থেকে মন সরে যায়। প্রতিষ্ঠানের মালিকদের বাণিজ্যিক মনোভাব থেকে বেরিয়ে এসে শিক্ষা বিস্তারের মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে।'

এ ব্যাপারে রূপগঞ্জ উপজেলা কিন্ডার গার্টেন পরিচালক ও শিক্ষক সমিতির সভাপতি হাবিবুর রহমান হারেজ জানান, কিছু কিছু মুনাফালোভী ব্যক্তির কারণে এসব কথা আসছে। এছাড়া সরকারি কোন নিয়মনীতি না থাকায় কোন কোন প্রতিষ্ঠান তাদের ইচ্ছামতো ফি-বেতন আদায় করছে। সরকারি বিধি-নিষেধ না থাকায় তারা এসব করতেও সাহস পাচ্ছেন বলে তিনি মনে করেন।

রূপগঞ্জ উপজেলা শিক্ষা অফিসার নজরুল ইসলাম সরকার জানান, সরকারের সুনির্দিষ্ট নিয়ম না থাকার কারণে এসব প্রতিষ্ঠান অবৈধভাবে অর্থ আদায় করছে। বিষয়টি নিয়ে সরকারের নীতি-নির্ধারক মহল দিকনির্দেশনা দিলে প্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।